## প্রকল্প পরিচিতিঃ

১। প্রকল্পের নামঃ  বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ সমবায় অধিদপ্তর।

৩। প্রকল্পের প্রক্কালিত ব্যয়ঃ ৪৯৯৩.৯০ লক্ষ টাকা।

৪। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪খ্রিঃ।

৫। প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ৫,০০০ জন।

৬। প্রকল্প এলাকাঃ  ৯ টি জেলার ১০টি উপজেলা।

| বিভাগ | জেলা | উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা | গ্রাম/ইউনিয়ন |
|---|---|---|---|
| ঢাকা | গোপালগঞ্জ | টুঙ্গিপাড়া | পাটগাতি-শ্রীরামকান্দি |
| | শরিয়তপুর | ভেদরগঞ্জ | চরভাগা মিয়ারচর |
| | টাঙ্গাইল | ধনবাড়ী | মুশুদ্দি |
| ময়মনসিংহ | জামালপুর | মাদারগঞ্জ | চর ভাটিয়ানি |
| চট্টগ্রাম | কুমিল্লা | মনোহরগঞ্জ | পোমগাঁও |
| সিলেট | সুনামগঞ্জ | দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ডুংরিয়া |
| খুলনা | যশোর | মনিরামপুর | পাড়ালা |
| রংপুর | রংপুর | মিঠাপুকুর | রতিয়া |
| বরিশাল | বরিশাল | গৌরনদি | হোসনাবাদ |
| | | মুলাদী | চর কমিশনার |

## প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রূপান্তর। পাইলট প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- যৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে কৃষি খাতে ২৫% উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনে প্রত্যক্ষভাবে ৫০০০ জনগণকে সম্পৃক্ত করা;
- প্রয়োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে ১০ টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করা।
- উপজেলা পর্যায়ে সরকারের ১৭ টি দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রাম পর্যায়ে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

**লক্ষ্যমাত্রা ও সুবিধাভোগী:**

- দেশের ৭ টি বিভাগের ৯ টি জেলার ১০ টি গ্রামে প্রকল্পটি পাইলটিং হবে।
- নির্বাচিত গ্রামসমূহ হতে প্রত্যক্ষভাবে গড়ে ৫০০ জন করে মোট ৫০০০ জন উপকারভোগী।

## প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

**ক) কম্পোনেন্ট-১**

**সার্ভে পরিচালনা:** প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচিত গ্রামে উপকারভোগী নির্বাচন এবং গ্রামের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্খিত পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে Endline Evaluation পরিচালনা করা হবে। বেইজলাইন সার্ভে এবং Endline evaluation কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২ টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে।

**খ) কম্পোনেন্ট-২**

**সমবায় সমিতি গঠন:**

নির্বাচিত গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে ১ টি করে মোট ১০টি গ্রাম সমবায় গঠন করা হবে। প্রাথমিকভাবে সমিতির সদস্য হবে ৩০০ জন।

১) সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি ও সমিতির সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

২) এই সমবায় সমিতির কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে যার প্রধান হবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং নির্বাচিত অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ উপদেষ্টা কমিটিতে থাকবেন।

৩) সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত জনবল সমিতি নিয়োগ করবে।

**যৌথ খামার/ চাষাবাদ ব্যবস্থা** চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গ্রাম/ মৌজার পতিত, অনাবাদি কৃষি ও অকৃষি ভূমি **উৎপাদন অংশীদারীর** ভিত্তিতে জমির মালিক ও গ্রাম সমবায় সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে জমির ধরন অনুযায়ী উপযোগী কৃষি (প্রধান ও অপ্রধান শস্য) এবং মৎস্য চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সমবায় অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সহায়তায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রাম সমবায় সমিতির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**প্রকল্পভুক্ত ১০টি গ্রামে সমিতির সদস্যদের সম্মতিক্রমে আইলবিহীন চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। Topographic সার্ভের মাধ্যমে যৌথ চাষের আওতায় আসা জমি চিহ্নিত করা হবে।**

**গ) কম্পোনেন্ট-৩ উদ্বুদ্ধকরণ ও ১৭ টি সেবা দানকারী দপ্তরের সমন্বয়করণ**

নির্বাচিত গ্রামসমূহের জনগণকে প্রকল্পের কার্যক্রম, সম্ভাব্য সুফল এবং অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা এবং উপজেলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করার বিষয়ে ২৭০টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সমন্বয়ে উক্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ প্রশিক্ষণ সমূহ আয়োজন করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার জন্য উপজেলায় বিদ্যমান সকল দপ্তর, সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও ইউনিয়নের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

**ঘ) কম্পোনেন্ট-৪**

**প্রশিক্ষণ প্রদান:**

প্রকল্পে ৩ ধরনের প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

১. সুবিধাভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১২৫ টি ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে। কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, যুব, মহিলা বিষয়ক এবং সমাজসেবা দপ্তরের সহায়তায় উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ সম্পাদন করা হবে।
২. উদ্যোক্তা উন্নয়নে ১০ টি ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৩. কৃষি পণ্য ক্ষুদ্র পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণে ১০ টি ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

**ঙ) কম্পোনেন্ট-৫**

**১)** কৃষি ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে গ্রামের কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, আইল বিহীন চাষাবাদ, যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন, মানবশ্রমকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পোস্ট হারভেস্ট লোকসান কমানো, পানির সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। **উপজেলা কৃষি বিভাগ** কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।

i. প্রাথমিকভাবে প্রতি গ্রামে ১০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
ii. কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় (প্রাথমিকভাবে প্রতি গ্রামের ১০০ একর জমির জন্য)
a. ট্রাক্টর - প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ১টি করে ট্রাক্টর।
b. ট্রান্সপ্লান্টার- প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ২টি করে ওয়াকিং টাইপ ট্রান্সপ্লান্টার।
c. হারভেস্টার- ফসল কাটার জন্য প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ১ টি করে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।
d. সেচ ব্যবস্থা- পানির অপচয়রোধে পরীক্ষামূলক ভাবে বিএডিসি এর সহায়তায় ভূ-গর্ভস্থ সেচ পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী অবকাঠামো স্থাপন করা হবে।

**কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সদস্যগণ যন্ত্রপাতির মূল্যের ৩০ শতাংশ প্রদান করবেন এবং প্রকল্প হতে ৭০ শতাংশ প্রদান করা হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের হতে হবে।**
**যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিকভাবে যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রতিটি সমিতি হতে ১০ জন করে মোট ১০০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর নিজস্ব প্রশিক্ষণ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতি সমবায় সমিতি হতে আরও ১০ জন করে মোট ১০০ জনকে কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচালন এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।**

**২)** মৎস্য চাষ: বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আধুনিক ও মানসম্মত মাছ চাষের শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের (Best Practice) জন্য **উপজেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি** গ্রামে ২ টি করে মোট ২০ টি প্রদর্শনী পুকুরে মাছ চাষ করা হবে।
**৩)** পশুপালন, ডেইরী ও পোলট্রি: সারা বছরের আয় নিশ্চিত করা, অফফার্ম কার্যক্রম হিসেবে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও মানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার কৌশলের উপর গ্রামের মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আবর্তক তহবিল হতে গরু ও গাভী পালনে আগ্রহীগণ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।
**৪)** উৎপাদিত পণ্য বিপণন: প্রকল্পের আওতায় যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রামীন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। গ্রামে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রাথমিক সংরক্ষনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতির কমিউনিটি ভবনে ক্ষুদ্র পর্যায়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া নিকটবর্তী মার্কেট/ বিপণন হাব/ গ্রোথ সেন্টারে পণ্য পরিবহনের জন্য প্রত্যেক সমিতিতে ১টি পিকআপ ট্রাক (১.০ টন) সরবরাহ করা হবে। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সমবায় সমিতির নিজস্ব নামে (ব্র্যান্ড হিসেবে) বিপণন করা হবে। সমিতির কমিউনিটি

ভবনে পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি সমবায় সমিতিকে সমবায় অধিদপ্তরের ই-কমার্স প্লাটফরমের সাথে লিংক করে দেয় হবে।

**চ) কম্পোনেন্ট-৬**

**আবর্তক তহবিল:**

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যক্তি পর্যায়ে চাহিদার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৬ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

এছাড়া কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৬ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি পর্যায়ে এবং প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যোক্তা খাতে প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমিতির অনুকূলে আবর্তক তহবিল হিসেবে **২০০.০০ (দুইশত) লক্ষ** টাকা হিসেবে মোট **২০০০.০০ (দুই হাজার) লক্ষ** টাকার তহবিল থাকবে।

**ছ) কম্পোনেন্ট-৭**

**কমিউনিটি ভবন নির্মাণ:**

সমবায় সমিতি নিজ উদ্যোগে জমি প্রদান করলে সমিতিকে কেন্দ্র করে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। তবে কৃষি ভূমিতে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা যাবে না। কমিউনিটি ভবন নির্মাণের জন্য সমিতির সদস্যগণ প্রকল্প দপ্তরের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ১৫ শতক/ ১০ কাঠা ভূমি ভবন নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করবে এবং ব্যবহারের চুক্তি স্বাক্ষর করবে।

১) ১০ টি মডেল গ্রামে সমবায় সমিতি প্রদত্ত ১৫ শতক/ ১০ কাঠা ভূমিতে প্রতিটি প্রায় ৩৪৬৮ বর্গফুটের দ্বিতল কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের তত্বাবধানে ভবনসমূহ নির্মাণ করা হবে।

২) কমিউনিটি ভবনে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার, নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০০ জনের কমিউনিটি হল, সমিতির অফিস কক্ষ, ১ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার গোডাউন, সংরক্ষণাগার, প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে ভবনটি পরিচালনা করবে।

**জ) কম্পোনেন্ট-৮**

**প্রকাশনা ও অডিও- ভিডিও নির্মাণ:**

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক, হ্যান্ডবুক প্রকাশ ও ২ টি ডকুমেন্টারী তৈরী করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কমিউনিটি ভবনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে।

**<u>প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশলঃ</u>**

১। প্রতিটি গ্রামে সকল শ্রেণী পেশার ৩০০ জনের সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় সমিতি গঠন।

২। প্রতিটি সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন।

৩। সমিতির সদস্যদের ১২৫ টি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪। চাহিদার ভিত্তিতে প্রতি গ্রামে ২০০ লক্ষ টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ঋণ প্রদান।

৫। উপজেলার সকল দপ্তরের সেবা সংক্রান্ত ২৭০ টি প্রশিক্ষণ আয়োজন।

৬। সমবায় সমিতির প্রদত্ত জমিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে দ্বিতল কমিউনিটি ভবন নির্মাণ।

৭। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন, ভূমি, কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, যুব ও মহিলা দপ্তরের সহায়তায় কার্যক্রম গ্রহণ।

৮। গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা, আইসিটি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজসেবা, পুলিশ, পরিবেশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং

ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি;

খ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর নেতৃত্বে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন কমিটি;

গ) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের কারিগরী কমিটি;

ঘ) স্থানীয় সংসদ সদস্য এর নেতৃত্বে উপজেলা সার্বিক সমন্বয় কমিটি;

ঙ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর নেতৃত্বে উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটি;

## প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ

### ১। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| ক্র. নং | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|---|---|
| ক) | দ্রুত উপ-আইন চুড়ান্ত করে সমিতি নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। | উপ-আইন চুড়ান্ত করে ৯ টি সমিতির নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| খ) | NSDA এর গাইড লাইন অনুসরন করে ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মান সম্পন্ন করতে হবে। | প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| গ) | টাইমবেইজড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। | টাইমবেইজড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| ঘ) | নির্ধারিত সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। | ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রযেছে। |
| ঙ) | মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মডেল মৎস্য গ্রামের কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। | তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান। |

## ২। প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতিঃ

### (ক) আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটি আগস্ট ২০২১ এ অনুমোদিত হলেও প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় ডিসেম্বর, ২০২১ এ। প্রকল্পটির অনুকূলে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত মোট অর্থ ছাড় ৪৫৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৯.০২ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের হার ৪.১৪%।

### (খ) বাস্তব অগ্রগতিঃ

১) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০ টি সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করা। এ পর্যন্ত ১০ টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন লাভ করেছে

২) বেইজলাইন সার্ভের জন্য ৭ টি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। RFP দলিল প্রেরণ করা হবে।

৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পের কমিউনিটি ভবনের নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের সাথে MoU সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪) বর্তমান অর্থবছরে ৫১ টি ১ দিনের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ এবং ৪০ টি ৩দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ৯ টি ১ দিনের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

৫) ৮ টি গ্রামে অংশীজন অবহিতকরণ সভা এবং ৪ টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা ও ১টি উপজেলা সার্বিক সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

৬) ব্যক্তি পরামর্শক (সিনিয়র কনসালটেন্ট) নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

## ৩। জুন/২০২২খ্রি. পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনাঃ

ক) ৪২টি ১দিনের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ ও ৪০টি ৩দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) ১০০ লক্ষ টাকা সমিতির সদস্যদের মাঝে আবর্তক ঋণ বিতরণ করা হবে।

গ) সমিতির প্রদত্ত ১৫ শতক জমিতে ৩৪৬৮ বর্গফুটের ভবন নির্মাণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের মাধ্যমে শুরু করা।

ঘ) বেইজলাইন সার্ভে সম্পাদন করা।